তারিখ 02 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... ৭ ...

দৈনিক ইনকিলাব

05 MAR 1992

৫৭

## শিক্ষাঙ্গনে

### শিক্ষা ও মেধাশক্তির অপচয়

ইনকিলাব ১৫-২-৯২ সংখ্যায় জনাব রেজাউল ওয়াদুদের মূল্যবান তথ্য পরিবেশনের জন্য অনেক ধন্যবাদ। রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে যোগ্য ও সৎ ব্যক্তি নিয়োগ সার্বিক কল্যাণের জন্যই অত্যাবশ্যক। এ প্রশ্নে সন্দেহ বা অবহেলার অবকাশ নেই। মন্ত্রণালয়ের সচিব, যুগ্ম সচিব ও এ জাতীয় একান্ত প্রশাসনিক পদে দক্ষ জেনারেলিস্টরা কাজ করুন এটাই স্বাভাবিক। অযথা সেখানে ইঞ্জিনিয়ার- টেকনোক্র্যাট বসাবার যুক্তি নেই।

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং- প্ল্যানিং- ডিজাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আমাদের নিজস্ব বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনার প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে বলেই প্ল্যানিং কমিশন ও অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায়। এ অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি হবে বলে জাতি আশা করে। এজন্য যথেষ্ট সুযোগ ও দায়িত্ব আমাদের বিশেষজ্ঞদের দিতে হবে।

একজন ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করতে ৮ লাখ টাকা আর একজন জেনারেলিস্ট তৈরী করতে ৫০ হাজার টাকা। এ তথ্য অতিরঞ্জিত। বুয়েটে যে সমস্ত মেশিনপত্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয় তার অধিকাংশই অতি পুরাতন, যার স্যালভেজ ভ্যালু প্রায় শূন্যের কোঠায়। আর অনেক মেশিন কল-কব্জা-মডেল ছাত্রদের নিজস্ব প্রজেক্টেই তৈরী। দ্বিতীয়তঃ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সেশন জট নেই বললেই চলে। অপর দিকে জেনারেলিস্টদের বেলায় দুর্ভাগ্যবশতঃ মোটামুটি ৪ঃ৮। ৮ লাখ আর ৫০ হাজার হিসাবটি তাই নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে পর্যালোচনা করে ইনকিলাবে পরিবেশন করার অনুরোধ জানাই। কারিগরি দক্ষতা অর্জনকারী জনশক্তি তথা টেকনোক্র্যাটস যাতে বাইরে চলে না যায়, তজ্জন্য দেশের ভেতরেই যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ারঃ ডিপলোমা ইঞ্জিনিয়ারঃ টেকনিশিয়ান সেটআপ ১ঃ৫ঃ২৫ (যা কর্মকাণ্ডের অবস্থা ভেদে সামান্য ব্যতিক্রম হয়ে থাকে), দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বার্থেই মেনে চলা উচিত, বিশেষতঃ যেখানে তিনটি পর্যায়েরই যথেষ্ট জনশক্তি আমাদের রয়েছে। নিয়োগ-পদোন্নতির বেলায় এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ওয়ার্ক টীমের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্যও এর প্রয়োজন রয়েছে।

যে সমস্ত কর্মকাণ্ড বা সেক্টর মূলতঃ প্রশাসনিক যেমনঃ পুলিশ, বন, কাস্টমস, ব্যাংকিং, ট্যুরিজম প্রভৃতি। সেখানে সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য দক্ষ জেনারেলিস্ট নিয়োগ বাঞ্ছনীয়। আর যেসব সেক্টরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডই মূলতঃ প্রকৌশল প্রযুক্তিভিত্তিক যেমনঃ বিদ্যুৎ উন্নয়ন, পানি উন্নয়ন, ডেসা, গণপূর্ত, কেমিক্যাল/ ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন প্রভৃতি; সেখানে উচ্চতম প্রশাসনিক পদে (চেয়ারম্যান, পরিচালকসহ) ইঞ্জিনিয়ার তথা কারিগরি দক্ষতা অর্জনকারী ব্যক্তিবর্গ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারও ঐসব দায়িত্বশীল পদে সময় সময় এবং এখনও কাজ করার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেই রয়েছে।

—ইঞ্জিনিয়ার এম এইচ খান,
ইঞ্জিনিয়ার মাহবুবুর রহমান

### শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সরকার ফাজিল পাসদের স্নাতক পাস-এর সম্মান দেয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রিলিমিনারী ভর্তি হতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে কোন সার্কুলার পান নাই বলে জানিয়েছেন।

স্নাতক শ্রেণীর সিলেবাসসহ ফাজিল পাস করার পর প্রিলিমিনারী পড়ার সুযোগ না দেয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অগণতান্ত্রিক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আলিম পাস ছাত্র-ছাত্রীরা আজ অনার্স ও মেডিকেল কলেজে কৃতিত্বের সাথে অধ্যয়ন করছে।

তাই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট আকুল আবেদন, তারা যেন অনতিবিলম্বে ফাজিল পাস ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণসহ প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজগুলোতে প্রিলিমিনারী পড়ার সুযোগ দানের যাবতীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

—আলাউদ্দিন আল-আযাদ।